নারী হলে প্রার্থী সংকট, একাধিক পদ শূন্য

আলী হাসান মর্তূজা, জাবি প্রতিনিধি

২৫ আগস্ট ২০২৫, ১২:০০ এএম

জাহাঙ্গীরনগর বিশ^বিদ্যালয় (জাবি) নারী ক্ষমতায়নে বিভিন্ন সময় নজিরবিহীন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দেশের প্রথম নারী উপাচার্য এ ক্যাম্পাসের। ভর্তি পরীক্ষায় মেয়েদের জন্য ৫০ শতাংশ আসন বরাদ্দ দেওয়া হয়। তবে আসন্ন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের হল সংসদে নারীদের অধিকাংশ হলে একাধিক পদে কোনো প্রার্থী পাওয়া যায়নি। আবার বিভিন্ন পদে মাত্র একজন করে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

আগামী ১১ সেপ্টেম্বর জাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত

হবে। বিশ^বিদ্যালয়ের ২১টি হলের ১১টি ছাত্র ও ১০টি ছাত্রী হল। ছেলেদের ১১টি হলের প্রায় সব (১৫টি) পদে একাধিক প্রার্থী নমিনেশন জমা দিয়েছেন। কিন্তু মেয়েদের হলে চিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। হল সংসদে ১৫টি পদ হলেও কোনো হলে ৬টি, কোথাও ১০টি আবার কোথাও ১১টি পদে মনোনয়নপত্র জমা হয়েছে। বেশির ভাগ পদেই কোনো প্রার্থী পাওয়া যায়নি।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যায়, বিশ^বিদ্যালয়ের আ ফ ম কামালউদ্দিন হল, শহীদ সালাম বরকত হল এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলে জমা পড়েছে ২২টি করে মনোনয়ন। অন্যদিকে মীর মোশাররফ হোসেন হল, মওলানা ভাসানী হল এবং ১০নং ছাত্র হলে জমা হয়েছে ৩০টি করে মনোনয়নপত্র। শহীদ রফিক জব্বার হল ও আল বেরুনী হলে জমা পড়েছে ২১টি মনোনয়ন। তবে ২১নং ছাত্র হল হলে ৩৮টি ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হলে ৬০টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। এ ছাড়া শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ হলে জমা পড়েছে ৪৯টি মনোনয়ন।

অন্যদিকে নারী শিক্ষার্থীদের জাহানারা ইমাম হলে ১৬টি, প্রীতিলতা হলে ১৩টি, বেগম খালেদা জিয়া হলে ১১টি, বেগম সুফিয়া কামাল হলে ১০টি, বেগম ফজিলাতুন্নেছা হলে জমা পড়েছে মোট ১৫টি মনোনয়নপত্র। এ ছাড়া ১৫নং ছাত্রী হল, রোকেয়া হল ও বীরপ্রতীক তারামন বিবি হলে জমা পড়েছে ১৭টি করে মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। সর্বনিম্নসংখ্যক মনোনয়ন ১৩নং ছাত্রী হল ও নওয়াব ফয়জুন্নেছা হলে জমা পড়েছে। হল দুটিতে ১৫টি পদে মাত্র ৬টি করে মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে।

ছাত্রদের হলে পূর্ণাঙ্গ প্রার্থিতা থাকলেও ছাত্রীদের হলে পদ শূন্য থাকার বিষয়টি শিক্ষার্থীদের মধ্যে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। অনেকে মনে করছেন, নির্বাচন কমিশনের প্রচারণার ঘাটতি এবং নারী শিক্ষার্থীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের আগ্রহ কম থাকায় এ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এ ছড়া নারী নেত্রীদের উদ্দেশে অনলাইনে

বুলিং ও অবদানকে অস্বীকার করার প্রবণতাকে দায়ী করছেন কেউ কেউ। সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সংগঠক সোহাগি সামিয়া বলেন, জুলাইয়ে অবদান রাখা নারীদের প্রাপ্য সম্মান দেওয়ার বদলে হেয় করা হয়েছে। সাইবার বুলিংয়ের শিকার হয়েছেন অনেকেই। এ কারণে তারা আর আগ্রহী নয়।

শিক্ষকরা বলছেন, বিষয়টি কাঠামোগত সমস্যা ও নারী শিক্ষার্থীদের রাজনীতিতে অনীহার প্রতিফলন। এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিপ্লবোত্তর বিভাজনকে দায়ী করে উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ কামরুল আহসান বলেন, আমরা ঐক্যবদ্ধ নানা থাকায় তারা অভিমানে দূরে সরে গিয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইস্যুতে বিভাজিত হওয়ায় আজকের এ পরিস্থিতি।